চতুর্থ অধ্যায়
বয়ঃসন্ধিকাল

জ্ঞানমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন : ১। গ্রন্থি কী?

উত্তরঃ গ্রন্থি হলো একগুচ্ছ কোষ যা কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে।

প্রশ্ন : ২। কোন বয়সটিকে কৈশোরকার বলে?

উত্তরঃ ১০/১২ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর বয়সকে কৈশোরকার বলে।

প্রশ্ন : ৩। কাদেরকে অকাল পরিপক্ক বলা হয?

উত্তরঃ যেসব ছেলেমেয়েদের নিদির্ষ্ট বয়সের আগে যৌন পরিবর্তন শুরু হয় তাদেরকে অকাল পরিপক্ক বলা হয়।

প্রশ্ন : ৪। মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে কি ক্ষতি হয়।

উত্তরঃ মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন : ৫। কোন হরমোন ছেলেদের শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি ঘটায?

উত্তরঃ গোনাড্রোট্রপিক হরমোন ছেলেদের শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি ঘটায়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন : ১। হরমোন মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তরঃ বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনের জন্য দায়ী আমাদের দেহে উৎপন্ন কিছু রাসায়নিক পদার্থই হচ্চে হরমোন। এ হরমোন রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িযে পড়ে। আর দেহের অনেক পরিবর্তন ঘটায়। তাছাড়া হরমোনই দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই হরমোন মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : ২। বয়ঃসন্ধিকার বলতে কী বোঝ?

উত্তরঃ ১০/১১ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর বয়সকে আমরা কৈশোরকার বলি। আর কৈশোরকালেরই অন্য একটি নাম বয়ঃসন্ধিকাল । তবে কৈশোরকালের প্রথম দিক অর্থাৎ ১০/১১ থেকে ১৪/১৫ বছর সময়টাই বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এ সময়টা হচ্ছে দ্রুত পরিবর্তনের সময়।

প্রশ্ন : ৩। শারীরিক পরিবর্তনের জন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ দায়ী। ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ শারীরিক পরিবর্তনের জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ হরমোন দায়ী।

বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনের জন্য দায়ী আমাদের দেহে উৎপন্ন কিছু রাসায়নিক পদার্থই হচ্চে হরমোন। এ হরমোন রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন সাথে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে হরেমান দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন : ৪।যৌন পরিবর্তনের সময়কাল একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম হয় কেন?

উত্তরঃ অনেক ছেলেমেয়েদের নিদির্ষ্ট সময়ের আগে যৌন পরিবর্তন শুরু হয়। আবার অনেক ছেলেমেয়েদের নিদির্ষ্ট সময়ের বেশকিছু পরে এ পরিবর্তন শুর হয়। বস্তুতবংশগত কারন আবহাওয়া খাদ্যভাস ইত্যাদি কারণে এ পরির্বতনরে সময়কাল একেক জনের একেক রকম হয়। তবে তাড়াতাড়ি পরিবর্তন কিংবা দেরিতে পরিবর্তন কোনোটিই দুশ্চিন্তার কোন বিষয় নয়।

প্রশ্ন : ৫। একসময় মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় কেন?

উত্তরঃ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন করে যে হরমোন তার নাম গ্রোথ হরমোন। এ হরমোন যতদিন ক্ষরিত হয় ততদিন মানুষ লম্বা হয়। কিন্তু একটা নিদির্ষ্ট সময়ের পরে গ্রোথ হরমানের ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। আর তার একসময় মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি বন্দ হয়ে যায়।